মঙ্গলা আর্ট প্রোডাকসনের

নিবেদন

অভাগীর স্বর্গ

• শ্রীলেখা রিলিজ •

20-1-56

PHOTOARTS.

সুমথ নাথ ঘোষের কাহিনী অবলম্বনে
মঙ্গলা আর্ট প্রোডাকসনের নিবেদন—

অভাগীর স্বর্গ

প্রযোজনা—পরিমল চক্রবর্ত্তী
পরিচালনা—সলিল রায়
তত্ত্বাবধায়ক—গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্রগ্রাহক—'চিত্রগুপ্ত'
গীতিকার—ফণী গাঙ্গুলী
পরিমল ভট্টাচার্য্য
শব্দানুলেখন—সত্য ব্যানার্জ্জী
সঙ্গীত—দেবী ভট্টাচার্য্য
সম্পাদক—সুকুমার মুখোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপক—প্রশান্ত পাট্টাদার
আলোকনিয়ন্ত্রন—বিমল দাস
রূপসজ্জায়—সুধীর দত্ত
শিল্পনির্দ্দেশক—হীরেন লাহিড়ী
রসায়নাগারাধ্যক্ষ—জগবন্ধু বোস
প্রচার সচিব—রঞ্জিৎ কুমার মিত্র
নৃত্যপরিকল্পনা—অনুশীলা
নেপথ্যে কণ্ঠদান—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গায়ত্রী বসু ও আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারীগন :—

পরিচালনায়—পরিমল ভট্টাচার্য্য
বরেন চ্যাটার্জ্জী
চিত্রগ্রহনে—দেবেন দে, ভবতোষ ভট্টাচার্য্য,
রঞ্জিৎ চ্যাটার্জ্জী
শব্দানুলেখনে—সমেন চ্যাটার্জ্জী
অমর ঘোষ
সম্পাদনায়—অমরেশ তালুকদার
কারুশিল্পী—দুর্গা, হীরালাল

রূপসজ্জায়—সুরেশ রায়
সন্তোষ নাথ, শঙ্কর
সঙ্গীতে—রবীন ব্যানার্জ্জী
আলোক সম্পাতে—হরি সিং,
অনন্ত সরকার, অজিত দাস,
নবকুমার, শান্তি নন্দী
ব্যবস্থাপনায়—পরিমল রায়
রসায়নাগারে—দুর্গা বোস,
প্রফুল্ল, মুকুন্দ

স্থিরচিত্রে—সমর ব্যানার্জ্জী ও ফটো আর্টস্

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার ও অর্দ্ধেন্দু সেন (রূপমায়া)

ইষ্টার্ণ টকীজ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও হাউসটোন অটোমেটিকে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক

শ্রীলেখা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স

৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা-১

কাহিনী

কৈশোর ছাড়িয়ে যে দিন প্রথম যৌবনে পা বাড়াল বাসন্তী, সে দিন যেন তার সত্যিই মনে হ'ল—জীবনটা যেন কত মধুর, কত সুখের! কত সবুজ কল্পনা যেন আজ দানা বাঁধতে চাইছে। অন্ধ মায়ের স্নেহের ছায়ায় সে মানুষ হয়েছে কত দুঃখ, কষ্ট, অভাব-অভিযোগের মধ্য দিয়ে! আজ আর তার কিছুই মনে পড়েনা, শুধু অনুভব করে ফেলে আসা দিন গুলো।

তারপর একদিন ধীরে ধীরে সামনের যবনিকা তুলে দেশপ্রেমিক মনোরঞ্জন এসে দাঁড়াল বরবেশে। মিলনের আঙিনায় জীবনের ডালি তুলে দিল বাসন্তী তার হাতে। উদার প্রেমের প্রাচুর্য্য দিয়ে বরণ করে নেবে তাকে মনোরঞ্জন! কিন্তু অলক্ষ্যে কে যেন হাসলো। ঝড় উঠলো জীবন সঙ্গমে। চাওয়া ও পাওয়ার দুর্লভ মুহূর্তে, ভাল করে স্বামীর মুখ দেখা হোলনা বাসন্তীর। বাইরে পুলিস আসছে—বিয়ের আসর ছেড়ে পালাল মনোরঞ্জন।......তারপর রুদ্ধ কারার অন্তরালে বাসন্তী মনোরঞ্জনের প্রেম লতায় পাতায় সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো পত্রালাপের মধ্যদিয়ে—যদিও পুলিশের গুলিতে ডান হাতটার কার্য্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল—তবুও ভয় কি? জেলের নতুন বন্ধুরা সব আছে তো? সাধুচরণ বুদ্ধি জোগায়। কমল চিঠি লিখে দেয়।......দিন যায়, বছর যায়,—তারপর একদিন সাধুচরণ মুক্তি নিয়ে চলে গেল কাশীতে। কমলও একদিন বেরিয়ে এল বাইরে—সঙ্গে নিয়ে এল মনোরঞ্জনের অনুরোধ—হৃদয়ের বার্ত্তা পৌছে দিতে হবে বাসন্তীর কাছে—সে শুধু হবে মেঘদূত। এবার রুদ্ধ কারাকক্ষে মনোরঞ্জন একা। প্রতি রাত্রেই সে হিসেব-নিকেশ করে—কি সে পেল, আর কিইবা পাবে!

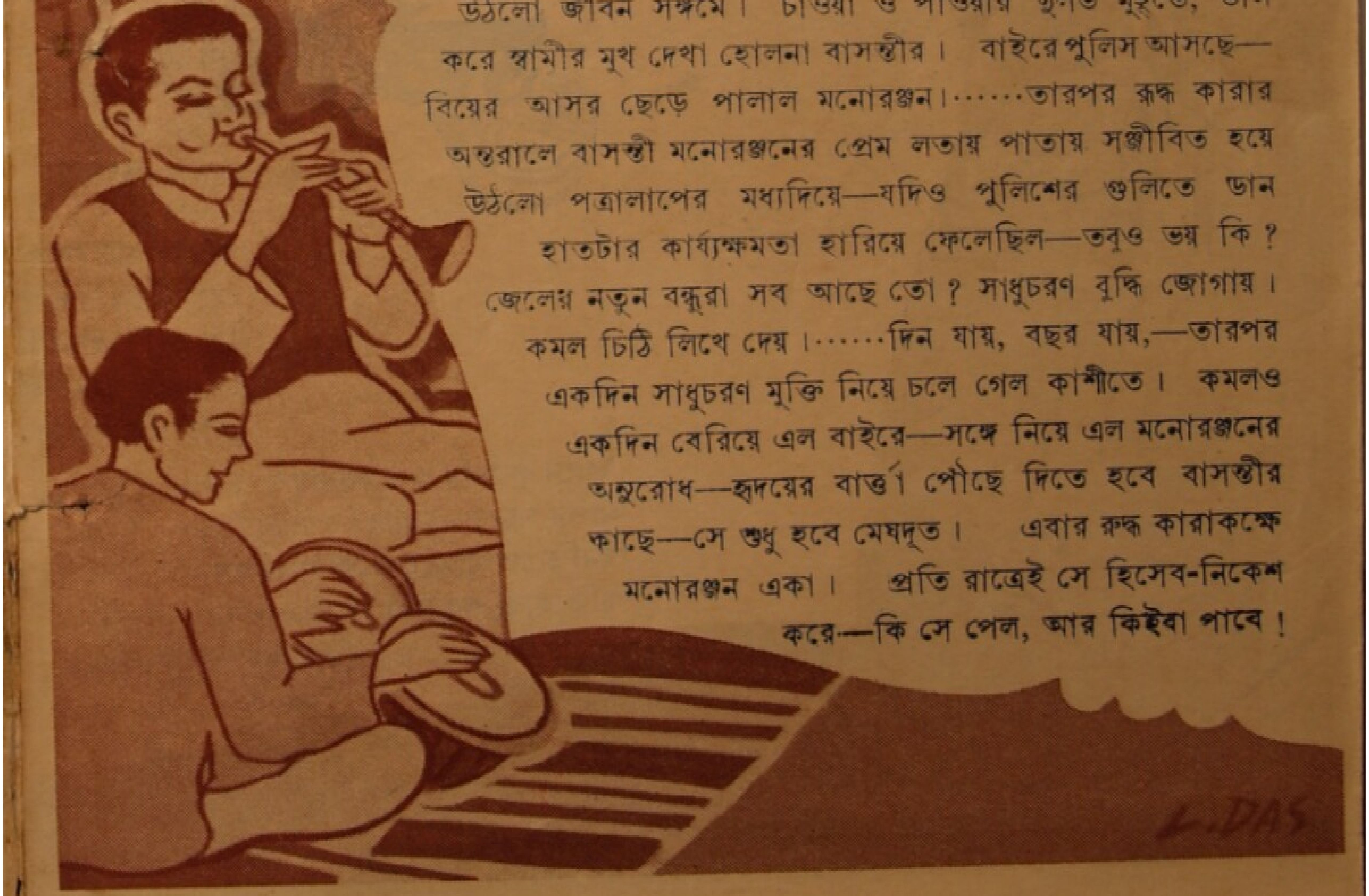

মনোরঞ্জনের বার্ত্তা নিয়ে ধীরে ধীরে কমল এসে দাঁড়াল বাসন্তীর সামনে। জানালো সে লাহোর জেল থেকে এসেছে। আনন্দ-বিহ্বল বাসন্তীর দু'টি চোখে নেমে এল বন্যা......বিচারের কোন অবকাশ নেই—সামনে দাঁড়িয়ে জীবন দেবতা। আর দেরী নয়, অর্ঘ্য দাও—পাছে আবার হারায়। মনে হোল এই বুঝি তার প্রথম শুভদৃষ্টি। গলায় আঁচল জড়িয়ে প্রণাম করে বাসন্তী। ধীরে ধীরে বলে—"তোমায় ফিরে পেয়েছি, আজ আমি স্বর্গ গড়ে তুলবো"। চমকে উঠলো কমল, বলতে চাইলো মনোরঞ্জন সে নয়—কমল, সে শুধু মেঘদূত। কিন্তু হারাবার ভয়ে ভুলই যে বুঝতে চায় আজ বাসন্তীর ভীরু মন। কমল ভুল ভাঙ্গতে চাইলো কিন্তু কই স্বপ্ন তো ভাঙ্গলো না বাসন্তীর! তাহলে কি হবে? তবে কি.........? হ্যাঁ, তাই হোল। বাসন্তীর রূপ ও গুণের মোহজালে, বিমুগ্ধ কমল হয়ে উঠলো মনোরঞ্জন। তবুও মনে তার দ্বন্দ্ব—একি করলো সে? কিন্তু মানুষ ভাবে এক ঘটে অন্য। কাশীতে এসে নীড় বাঁধে কমল আর বাসন্তী যেন স্বামী-স্ত্রী। পুরোন বন্ধু সাধুচরণ এগিয়ে এল পরম বন্ধু হয়ে টাকা হাতে। যেন কোন দুঃখ দারিদ্র্য বাসা বাঁধতে না পারে এই শান্তির আশ্রয়ে—স্বামী-স্ত্রীর মধুর সংসারে। কিন্তু একমাত্র লক্ষ্য তার মুকুলিত যৌবনা বাসন্তী। ধীরে ধীরে জাল বিস্তার করে সাধুচরণ মহারাজ। তাকেও একদিন পান্নাবাঈ করে তুলবে সে।

......জীবনের চাকা ঘোরে—জেল থেকে মুক্তি পেয়ে মনোরঞ্জন এসে হাজির হ'ল কাশীতে। হতবাক্ হয়ে পড়লো সব শুনে। ভেবে দেখলো আজ সে পথের কাঙ্গাল। মনে পড়লো অতীতের স্মৃতি—ফিরে সে তাকাল আগামী দিনের পানে। কার পথ উজ্জ্বল? কমলের না তার? বাসন্তীর না সাধুচরনের! চোখে তার জল ভরে এল। কিন্তু বাসন্তীর কি হবে? সে কি স্বর্গ গড়তে পারবে? যদি পারে তবে দেবতা কে হবে?.........

সঙ্গীত

(১)

মোর জীবন নদীর তীরে
তুমি প্রথম যেদিন এলে॥
কণ্ঠে দোলায়ে মালা
ধীরে ধীরে চরণ ফেলে।

আঁখি দুটি মোর তব পানে চায়
হোলনাকো দেখা বিধিলিপি হায়॥
কি জানি এখন চিনিবেকি মন
তোমারে যদি গো মেলে
মোর জীবন নদীর তীরে।

স্বপনে গড়েছি স্বর্গ আমার
আপন মনের খেলা॥
মিনতি তোমায়, কোরোনা মোরে
স্মৃতি হারা শকুন্তলা।

ঘর বাঁধিবার আছে কত সাধ
মধুময় হবে মিলনের চাঁদ॥
সেদিন মনের সে মণিকোঠায়
দিওগো প্রদীপ জেলে
মোর জীবন নদীর তীরে।

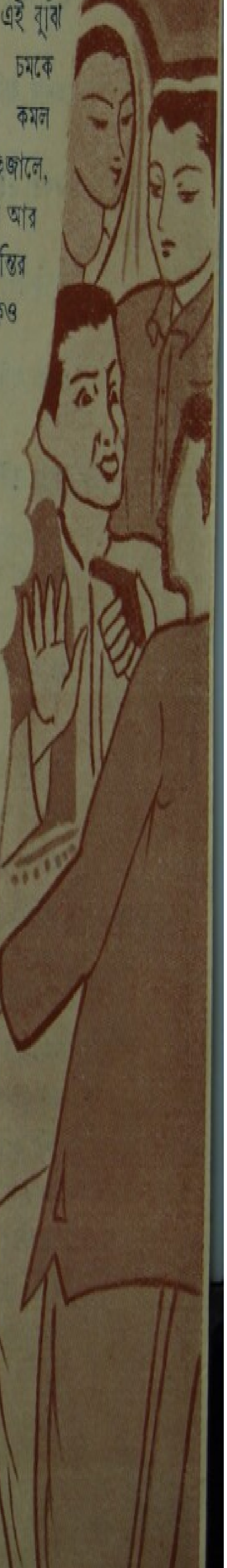

(২)

ও দখিন হাওয়া ছুটে আয়
আকাশ নেমে আয়।
হেথায় বাঁধি ঘর
লগণ বয়ে যায়।
দেবতা এইখানে
স্বর্গ হার মানে
আড়ি পেতে রয় অলকারে
পারিজাত ছড়ায়।
মোরা বাঁধিব সুখ নীড়
ঢেউ ভেঙ্গে দেব চরণে
আমি তটিণী ; তুমি তীর
কি মালা গাঁথি আজ
হবে গো বধূ সাজ
ভ্রমর এল গুণ গুণ গুনিয়ে
মধু মালতী লতায়॥

(৩)

সরম যে গো পায়ে পায়ে
প্রেমের ফাঁদে হায় বাঁধারে॥
চলেছি গো অভিসারে
চোখের দেখা দেখবো তারে॥
আমার কালো চোখে
ভাসে গো তার মুখখানি
মন নিয়েছে যে তারে জানি
হায় দুই অধরে মনের কথা
বন্দী করে রাখারে॥
মন বলে ফুল জাগালো এই রাত্রি
দূরদেশী মোর জীবন সাথী
হায়! চোখ জলে যায় চোখ চেয়ে
পথ চলে একটানারে॥

চরিত্র চিত্রনে

সন্ধ্যারাণী
পূর্ণিমা
বিভা ভট্টাচার্য্য
সন্ধ্যা চক্রবর্ত্তী
আশাদেবী

শোভা সেন
রাজলক্ষ্মী (বড়)
অনুশীলা
রত্না
ও প্রভাদেবী।

বিকাশ রায়
নীতিশ মুখোপাধ্যায়
সুশীল রায়

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
তুলসী চক্রবর্ত্তী
হরিমোহন বসু

খগেশ, মাঃ লেতো প্রভৃতি।

'হ্রদ' এর স্রষ্টা গোষ্ঠীর আরেকটী অবিস্মরণীয় চিত্ররূপ !

রূপমায়ার দ্বিতীয় শ্রদ্ধার্ঘ্য

সন্ধ্যারাণী · সবিতা চট্টোঃ
বিকাশ রায় · অসিত বরণ
পাহাড়ী · ধীরাজ
অভিনীত

প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর

ধুলার ধরণী

প্রযোজনা ও পরিচালনা: অর্দ্ধেন্দু সেন

সুর··· মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মুক্তিআসন্ন

শ্রীলেখা ফিল্ম ডিষ্ট্রীবিউটার্সে'র পক্ষে প্রচার সচিব রঞ্জিৎ কুমার মিত্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ক্যালকাটা প্রিন্টার্স্, ১৩৩ই।২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।